

দুরন্ত বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ <http://duranbarta.com>

কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 295 Sunday, 24 September, 2023 * ২৮ বর্ষ, ২৯৫ সংখ্যা * ৬ আশ্বিন, ১৪৩০, রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা



PM,
GatiShakti
National Master Plan for
Multi-Modal Connectivity

75
আজাদী কা
অমৃত মহোৎসব

G20
ভারত ২০২৩ INDIA



দেশবাসীর জন্য উপহার

একসঙ্গে ৯টি বন্দে ভারত ট্রেন



পশ্চিমবঙ্গকে একত্রে ২টি বন্দে ভারত উপহার

রাঁচি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন

পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন

যাত্রার শুভ সূচনা

সুবিধা

- রাঁচি-হাওড়া এবং পাটনা-হাওড়া রুটে ইতিমধ্যে চলাচল করা সবচেয়ে দ্রুতগতির ট্রেনের থেকেও ৬০ মিনিট আগে পৌঁছবে
- ঝাড়খন্ড এবং বিহারের মুখ্য ও বড় শহরগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর যোগাযোগের দ্রুততম মাধ্যম
- পর্যটনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পেশাদার ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধি



নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী

দ্বারা

(ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে)

রবিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিটে

সময়-সারণী - রাঁচি-হাওড়া

রাঁচি-হাওড়া	↓ স্টেশন	↑ হাওড়া-রাঁচি
ছা. ০৫.১৫	রাঁচি	পৌ. ২২.৫০
০৬.১৫/০৬.১৭	মুরি	২১.৩৮/২১.৪০
০৬.৩৯/০৬.৪০	কোটশিলা	২১.১৪/২১.১৫
০৭.১৫/০৭.১৭	পুন্ডলিয়া	২০.৩৩/২০.৩৫
০৭.৫৬/০৭.৫৭	চাউল	১৯.৫৪/১৯.৫৫
০৮.৪০/০৮.৪৫	টটিনগর	১৯.০৫/১৯.১০
১০.৩০/১০.৩২	খড়গপুর	১৭.১৮/১৭.২০
পৌ. ১২.২০	হাওড়া	ছা. ১৫.৪৫

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য

- স্বদেশে তৈরি বন্দে ভারত ট্রেন সর্বোচ্চ প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ কিমি গতিতে চলতে পারে
- প্রতিটি আসনের নিচে চার্জিং পয়েন্ট ব্যবহারে আরো সুবিধা এবং আসন ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানোর ব্যবস্থা সহ রিক্লাইনেশন অ্যাঙ্গল বৃদ্ধির সুবিধা
- আসনের হাতলে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য ব্রেল হরফে সিট নম্বর এবং দিব্যাজনদের জন্য বিশেষ শৌচালয়ের ব্যবস্থা
- বিশেষ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ইউ ভি ল্যাম্প দ্বারা সুসজ্জিত, বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা এবং বাতাস পরিষ্কার রাখতে সুনিয়ন্ত্রিত এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা
- কবচ (ট্রেন কলিশন অ্যাভয়েড্যান্স সিস্টেম) সমৃদ্ধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা
- প্রতিটি কোচে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ইনফোটেনমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে
- এরোসল-ভিত্তিক উন্নতমানের অগ্নি-প্রতিরোধক নিরাপত্তার ব্যবস্থা

সময়-সারণী - পাটনা-হাওড়া

পাটনা-হাওড়া	↓ স্টেশন	↑ হাওড়া-পাটনা
ছা. ০৮.০০	পাটনা	পৌ. ২২.৪০
০৮.১২/০৮.১৪	পাটনা সাহিব	২১.৫৫/২১.৫৭
০৮.৫৮/০৯.০০	মোকামা	২১.০৫/২১.০৭
০৯.২০/০৯.২২	লক্ষ্মীসরাই	২০.৪০/২০.৪২
১০.৫৩/১০.৫৫	জসিডি	১৯.১১/১৯.১৩
১১.৪৪/১১.৪৬	জামতারা	১৮.২৭/১৮.২৯
১২.১৫/১২.১৮	আসানসোল	১৭.৫৩/১৭.৫৬
১২.৩৯/১২.৪১	দুর্গাপুর	১৭.২৮/১৭.৩০
পৌ. ১৪.৩৫	হাওড়া	ছা. ১৫.৫০



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নেবেন। ...বিস্তারিত পাতা ২



পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার বিশ্বভারতীর বিদেশি ছাত্র। তাকে অপহরণের অভিযোগে ইতিমধ্যেই ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৫



মার্কিন সংস্থাগুলির কাছে ভারত ভবিষ্যৎ রপ্তানিভিত্তিক উপাদানের অন্যতম শক্তিকেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নিতে চলেছে ভারত। ...বিস্তারিত পাতা ৬



আগামী চার বছরের জন্য লাল-হলুদেই থাকবেন নাওরেম মহেশ সিং। কার্লোস কুয়াদ্রাতের টিম সোমবার আইএসএল অভিযানে নামছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘ক্যাম্পাসে নোংরামি হচ্ছে, তদন্ত চাই’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসাতে পিঠে চাইছেন না কয়েকজন ছাত্র নেতা। এরা চাইছেন না সিসিটিভি বসুক ক্যাম্পাসে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে এ বার মুখ খুললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি বিপুল ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন, তিনি উপাচার্য পদে থাকুন, কয়েকজন শিক্ষক সেটা চাইছেন না। তিনি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, “আমার সঙ্গে চক্রান্ত চলছে যাতে আমি উপাচার্য না থাকি। আমি রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারকে জানানো তদন্ত করার জন্য। তারা দেখুন, কারা চক্রান্ত করছেন। তাদের কাছে তো অনেক এজেন্সি থাকে।” এ দিকে যাদবপুরে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুললেন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। তিনি কার্যত তদন্তের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন। তিনি বললেন, “এমনও অনেক অফে যারা দেখি, তাঁদের নাম নেই। এমনও কয়েকজন আছেন, যারা দেখি নন। এখনই যদি সবাইকে শাস্তি দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে ওঁরা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়বেন। আমার মনে হচ্ছে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অসম্পূর্ণ।” এই কথা বলে তিনি ফের তদন্তের পক্ষেই সওয়াল করেন। এর পরে শিক্ষকদের একাংশকে নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন উপাচার্য। তিনি বলেন, “ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য চলছে, এ ভাবে কাজ করা যায়? আপনারাই দেখছেন কী চলছে ক্যাম্পাসে, আমার সঙ্গে পরিকল্পনা মফিক চক্রান্ত চলছে। সিবিআই তদন্ত হবে নাকি সিআইডি তদন্ত হবে সেটা রাজ্য সরকার ও রাজ্যপাল দেখুন, আমি দু’জনকেই জানাব।” তিনি বিশেষরকম স্বরে বলেন, “ক্যাম্পাসে নোংরামি হচ্ছে।”

বলেও আওয়াজ তোলেন বুদ্ধদেব সাউ। পাশাপাশি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তার পদত্যাগের দাবি করছেন কেউ কেউ। তিনি বলেন, “কাল যে আন্দোলন হয়েছে, সেই সব ছাত্রদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে নাকি সেটা আমি মত নেব। আপনারা দেখুন, আমার প্রাণ থাকতে আমি যাব না, তবে এরা চাইছে না আমি উপাচার্য থাকি।”

‘অধিকৃত কাশ্মীর থেকে সরে যাও’

নিউ ইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব নতুন নয়। সম্প্রতি ফের এই বিষয় নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে পাকিস্তান, কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুললেই কড়া বাতী দিল ভারত। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ভারত বলেছে, কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অধিকৃত কাশ্মীর থেকে সরে যাও! রাষ্ট্রসংঘের ৭৬তম অধিবেশনে পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী আনোয়ারুল হক কাকার বক্তৃতা দেওয়ার সময় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তাতেই রেগে যান ভারতের ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি পেটাল গেহলট। তিনি পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ব্যাপারে পাকিস্তানের মন্তব্য করার কোনও অধিকার নেই।” তিনি আরও বলেন, “ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা অভ্যেস ইসলামাবাদের। রাষ্ট্রসংঘের মতো মঞ্চে এমন ঘটনা নিশাঙ্গক।” পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে ভারত। বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনে পাকিস্তান শীর্ষে বলে দাবি করেন গেহলট। দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ফেরাতে পাকিস্তানকেই উদ্যোগ নিতে হবে বলে জানান তিনি। তাঁর পরামর্শ, জঙ্গি মনস্তত্ত্ব বন্ধ করতে হবে পাকিস্তানকে। ভারতের কূটনীতিবিদ পাকিস্তানকে মনে করিয়ে দেন, ২০০৮ সালে মুম্বই হামলার ঘটনায় অপরাধীদের বিশৃঙ্গযোগ্য শাস্তি দেওয়া উচিত পাকিস্তানের।

রাজ্য জুড়ে আরও ভয়াবহ ডেঙ্গি পরিস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গি পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। ৭ দিনে নতুন করে ৭ হাজার ৬৭০ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৩৫ হাজার ৭৩৭ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। স্বাস্থ্য ভবনে সাপ্তাহিক ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার বৈঠকের মাঝে উঠে এসে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বেসরকারি মতে এখনও রাজ্য এখনও পর্যন্ত ৪২ জনের মৃত্যু। এদিকে, সরকারি মতে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গিতে ৬ জনের মৃত্যু। রাজ্যের মধ্যে ডেঙ্গি পরিস্থিতি সবথেকে খারাপ উত্তর ২৪ পরগণা। কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলিতেও হু হু করে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য জানাচ্ছে, শুধু উত্তর ২৪ পরগণাতেই ৮ হাজার ৫৩৫ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। কলকাতায় এখনও পর্যন্ত ৪ হাজার ৪২৭ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে এখনও পর্যন্ত ৪ হাজার ২৬৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। এদিকে, নদিয়ায় এখনও পর্যন্ত ৩ হাজার ৮৩ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। হুগলিতে এখনও



পর্যন্ত ৩ হাজার ৮৩ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। এদিকে, বাঙালিতে এখনও পর্যন্ত ১ হাজার ৬৬৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। মালদায় এখনও পর্যন্ত ১ হাজার ৬৩৭ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। দঃ ২৪ পরগণায় ১ হাজার ২৭৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্যজুড়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগের মাঝেই উত্তেজনা আরও বাড়াল বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। তারা বলছেন, পুজোর সময় বাড়তে পারে ডেঙ্গির দাপট। নভেম্বর পর্যন্ত চলতে পারে ডেঙ্গির প্রকোপ। পতঙ্গবিদদের আশঙ্কা, শহরের থেকে বেশি শহুরতলিতে ছড়তে পারে ডেঙ্গি। তাঁদের আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক নয়, তার হাতেনাতে প্রমাণও মিলেছে পুরুলিয়া ও বর্কুড়ার ডেঙ্গি আক্রান্তের পরিসংখ্যানে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, পুরুলিয়ায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা শতাধিক। বর্কুড়ায় সংখ্যাটা তিনশোর বেশি। শুধুমাত্র বর্কুড়া মেডিক্যাল কলেজেই ভর্তি রয়েছেন ২৪ জন। এদিকে, পতঙ্গবিদরা পরামর্শ দিচ্ছেন, মশা মারতে ব্লিচিং বা গ্যামাথিন ছড়িয়ে লাভ হবে না, জমা জলের ওপর স্প্রে করতে হবে। কলকাতার চেয়েও, জেলার পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, কারণ সেখানে পরিচ্ছন্নতার অভাব আরও বেশি। এমনটাই বলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ দেশে ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। স্পেনে দুবাই সফর সেরে রাজ্যে ফিরলেন তিনি। গত ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দুবাই রওনা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ-বার্সেলোনা হয়ে অবশেষে এগারো দিন পর কলকাতায় ফিরলেন তিনি। প্রায় পাঁচ বছর পর বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীকে আনতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সফর সেরে ফেরার পরই বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “বেশ কয়েকটা কাজ করতে পেরেছি। বড় বড় চুক্তিও হয়েছে।” এছাড়াও তিনি জানান, “আমরা বাংলার জন্য বেশ কয়েকটি কাজ করতে পেরেছি। আমাদের সঙ্গে শিল্পপতিরা যেমন ছিলেন, তেমন মোহনবাগান-মহামেডান-ইস্টবেঙ্গলের কর্তারাও গিয়েছিলেন। বড়-বড় চুক্তিও হয়েছে। এত সফল অনুষ্ঠান খুব কম দেখেছি। প্রবাসী ভারতীয়রাও খুব খুশি হয়েছে।” কেন তিনি স্পেনকেই বাছলেন, কলকাতা ছাড়া তার দিনই তা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, “গত বইমেলায় স্পেন ছিল থিমা। তখনই ঠিক করে নিয়েছিলেন, এর পর কোথাও যদি যাই তা হলে ছোট, সুন্দর দেশটির যাব।” মুখ্যমন্ত্রীর সফর-দলে ছিলেন কলকাতা বইমেলায় আয়োজক সংগঠন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক প্রেসের সঙ্গে বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতায় নিউটাউনে বিশ্বমানের একটি শপিং মল চালু করার বিষয়ে আগ্রহী লুলু গ্রুপ। একইসঙ্গে

আদানপ্রদান বিষয়ক ‘মউ’ স্বাক্ষর হয়েছে মাদ্রিদে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরকালেও বাংলার বেশ কিছু ক্ষেত্রে লগ্নি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। বিশ্বের প্রথম সারির বস্ত্র বিপনী সংস্থা জারা বাংলায় নিজেদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট খোলার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে। এর পাশাপাশি লা লিগা কর্তৃপক্ষও বাংলার ফুটবলের উন্নয়নে



সাহায্য করার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে। শুধু তাই নয়, দুবাইয়ে লুলু গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতায় নিউটাউনে বিশ্বমানের একটি শপিং মল চালু করার বিষয়ে আগ্রহী লুলু গ্রুপ। একইসঙ্গে

বিদেশ থেকে ফিরে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

আইটিসির চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জীব পুরী বাংলায় আরও হোটেল খোলার কথা জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মাদ্রিদ

বাংলার, বাঙালির ফুটবলের উন্নয়ন। লা লিগার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার তেভাজ স্বয়ং হাজির ছিলেন মাদ্রিদের অনুষ্ঠানে। এমনিতেই গত দেড় বছর ধরে ভারত তথা বাংলার ফুটবল বাজারে নজর দিয়েছে লা লিগা। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুটবল লিগের মহকর্তা জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলার ফুটবলের জন্য তাঁরা কাজ করতে আগ্রহী। তার পরেই



লা লিগাকে অ্যাকাডেমি করার জন্য যাদবপুর-সন্তোষপুরের কিশোরভারতী স্টেডিয়াম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মমতার সফর দলে ছিলেন কলকাতার তিন বড় ক্লাব মোহনবাগান,

ইস্টবেঙ্গল, মহামেডানের কর্তারাও। ইউরোপীয় ফুটবলের অন্যতম শক্তির ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাবিউতেও গিয়েছিলেন মমতা। ছিলেন সৌরভও। পরিকাঠামো, ফুটবলের বিপণন দেখে মমতা বলেন, “এখান থেকে আমরা নতুন আইডিয়া পেলাম।” বার্নাবিউর স্টোর থেকে দাদাকে একটি বল উপহার দেন দিদি। গোটা সফরেই নিজেকে ‘ইন্ডিয়া’র নেত্রী হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন মমতা। কখনও বৈচিত্র্যের মধ্যে একা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে ‘ভারতের ধারণা’ তুলে ধরেন। কখনও বণিক মহলের সামনে বলেছেন, বাংলায় বিনিয়োগ মানে তা শুধু বাংলাতেই নয়। পাশেই বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি রয়েছে। ফলে সেই বাজারও ধরার সুযোগ রয়েছে। মমতা যে স্পেন ও দুবাইয়ে গিয়ে নিজেকে ‘ইন্ডিয়া’র নেত্রী হিসাবে তুলে ধরবেন, তা বোধহয় ঠিক হয়ে গিয়েছিল যাওয়ার পথে দুবাই বিমানবন্দরেই। হঠাৎই দিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংহের। সৌজন্যমূলক আলোচনার পরেই বিক্রমসিংহ মমতার উদ্দেশ্যে বলেন, “আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?” মমতা উত্তর দেন, “হ্যাঁ অবশ্যই।” এর পরেই বিক্রমসিংহের প্রশ্ন ছিল, “আপনি কি বিরোধী জোটকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন?” প্রতিবেশী দেশের প্রেসিডেন্টের থেকে এমন প্রশ্ন যে আসতে পারে, ভাবনাতেই ছিল না মমতার। উত্তরে ‘ওহ মাই গড’ বলে হাসতে দেখা যায় তাঁকে। সব মিলিয়ে কিছু লগ্নি, কিছু সমঝোতা এবং অনেকটা প্রত্যাশা নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

জট কাটল যাদবপুরে! ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু



গাইডলাইন অনুযায়ী, কেন ক্যাম্পাস ও হস্টেলে সিসি ক্যামেরা নেই সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। অবশেষে ক্যাম্পাস ও হস্টেল সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। যাদবপুরে যে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে, তা আগেই জানিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই বুদ্ধদেব সাউ এ্যাপারের সিদ্ধান্ত নেন। তার আগেই অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরস্টার মেহমুদ বসু জানিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরা কোথায় কোথায় বসানো যায়, সেই নিয়ে আলোচনা চলছে। কোথায় কোথায় সিসি ক্যামেরা বসানো হবে তা আগেই ঠিক ছিল। কিন্তু তারপরও বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও না জটিলতার কারণে সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়নি। গত মঙ্গলবার সিসি ক্যামেরা বসানো নিয়ে জরুরি বৈঠক ছিল। জানা গেছে, ক্যাম্পাস ও হস্টেল মিলিয়ে মোট ১০ জায়গায় ২৯টি সিসি ক্যামেরা বসবে। সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটগুলিতে সিসি ক্যামেরা বসানোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ইউজিসির নির্দেশিকা অনুযায়ী ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা বসানোর কথা। কিন্তু যাদবপুর কর্তৃপক্ষের দাবি, চেষ্টা করেও ক্যাম্পাসে যায়নি এতদিন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈঠকে সিসি ক্যামেরা বসানোর প্রস্তাব উঠলেও তা নিয়ে আপত্তি ওঠে। তাই শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। ছাত্র মৃত্যুর পর সেই সিসি ক্যামেরা বসানোয় তৎপর হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার মাস দেড়েক কেটে গেছে। এই ঘটনার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা ইউজিসির

গলগল করে বেরচ্ছে ধোঁয়া, চলন্ত হামসফর এক্সপ্রেসে আগুন



কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। যাত্রীদের সুরক্ষিতভাবে ট্রেন থেকে নামিয়ে আনা হয়। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর ২টো নাগাদ হঠাৎ আগুন লেগে যায় হামসফর এক্সপ্রেসে। তিরুচিরাপল্লী থেকে শ্রীগঙ্গানগর যাচ্ছিল ট্রেনটি। গুজরাটের ভালসাদের কাছে আচমকা ট্রেনে আগুন লেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। তবে অগ্নিকণ্ডের ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি বলেই জানা গিয়েছে। রেলের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, ট্রেনের পাওয়ার কার বা জেনারেটর কোচেই প্রথম আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের যাত্রীদের কামরায়। আগুন দেখতে পেয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটিকে দাঁড় করানো হয়। ওই কামরার যাত্রীরা লাফিয়ে রেললাইনের ধারে ঝাঁপ দেন। পরে ট্রেনের বাকি যাত্রীদেরও সুরক্ষিতভাবে বের করে আনা হয়। রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেনটি সরে ভালসাদ স্টেশন থেকে বেরিয়েছিল। হঠাৎ জেনারেটর কোচ থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। নিম্নে আগুন ছড়িয়ে পড়ে জেনারেটর কার ও লাগোয়া বী ১ কোচে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণেই হয়তো ট্রেনের জেনারেটরে আগুন লেগে যায়। সেখান থেকে পাশের কামরাতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে রেলের তৎপরতার কারণেই বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

সূরাট, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ চলন্ত ট্রেনে লেগে গেল আগুন। শনিবার দুপুরে আগুন লাগে হামসফর এক্সপ্রেসে। গুজরাটের ভালসাদের কাছে ট্রেনে হঠাৎ আগুন ধরে যায় বলে জানা গিয়েছে। তবে দুর্ঘটনায় এখনও অবধি কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। যাত্রীদের সুরক্ষিতভাবে ট্রেন থেকে নামিয়ে আনা হয়। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর ২টো নাগাদ হঠাৎ আগুন লেগে যায় হামসফর এক্সপ্রেসে। তিরুচিরাপল্লী থেকে শ্রীগঙ্গানগর যাচ্ছিল ট্রেনটি। গুজরাটের ভালসাদের কাছে আচমকা ট্রেনে আগুন লেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। তবে অগ্নিকণ্ডের ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি বলেই জানা গিয়েছে। রেলের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, ট্রেনের পাওয়ার কার বা জেনারেটর কোচেই প্রথম আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের যাত্রীদের কামরায়। আগুন দেখতে পেয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটিকে দাঁড় করানো হয়। ওই কামরার যাত্রীরা লাফিয়ে রেললাইনের ধারে ঝাঁপ দেন। পরে ট্রেনের বাকি যাত্রীদেরও সুরক্ষিতভাবে বের করে আনা হয়। রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেনটি সরে ভালসাদ স্টেশন থেকে বেরিয়েছিল। হঠাৎ জেনারেটর কোচ থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। নিম্নে আগুন ছড়িয়ে পড়ে জেনারেটর কার ও লাগোয়া বী ১ কোচে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণেই হয়তো ট্রেনের জেনারেটরে আগুন লেগে যায়। সেখান থেকে পাশের কামরাতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে রেলের তৎপরতার কারণেই বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পিছু ১০ টাকা অনুদান ‘ভিক্ষা’ নাকি! প্রশ্ন উঠতে কী ব্যাখ্যা পর্যদ সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য পড়ুয়া পিছু ১০ টাকা করে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষার্থীরা যাতে ঠিকঠাকভাবে পরীক্ষায় বসতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করেছে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। পড়ুয়া পিছু ১০ টাকা হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ হবে, সেই টাকা স্কুলের ফান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পড়ুয়া পিছু মাত্র ১০ টাকায় কী হয়? আজকের দিনে ১০ টাকার মূল্য কী? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শিক্ষা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। কী কাজে এই অনুদানের টাকা ব্যবহার করতে হবে স্কুলগুলিকে, সেই বিষয়ে পর্ষদের মুজল্লিগণের স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই। তবে ওয়াশিংটন মহলের একাংশের মতে, পরীক্ষার্থীদের বাস্তবজীবনের খরচের কিছুটা অংশ, কিংবা পরীক্ষার্থীদের জলখাবারের

ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যবহার করা হতে পারে। মধ্য শিক্ষা পর্ষদের এই পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এটিকে পরীক্ষার্থী পিছু ১০ টাকা হিসেবে দেখতে নারাজ তিনি। বরং পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে পর্ষদের সামগ্রিক প্রয়াসকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখার পক্ষপাতী রামানুজবাবু। তাঁর ব্যাখ্যা, মধ্য শিক্ষা পর্ষদের লাগাতার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত উঠে এসেছে। এটি যে কোনও বিচ্ছিন্ন একটি সিদ্ধান্ত নয়, সেক্ষেত্রে বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি। ২০২২ সাল থেকে কীভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে, সে কথাও তুলে ধরেন তিনি। পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে মনিটরিং এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সারমানিকের ব্যবস্থাতেও অনেক বদল এসেছে বলে জানান রামানুজ

গঙ্গোপাধ্যায়। মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সভাপতির কথায়, এই অনুদানের সিদ্ধান্তও পর্ষদের সামগ্রিক প্রয়াসের একটি অঙ্গ। তাঁর মতে, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যাতে সুভাভাবে পরীক্ষা



দিতে পারে, তার জন্য স্কুলগুলি বিভিন্ন ব্যবস্থা করে থাকে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে পর্ষদও স্কুলগুলির মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াবে। সঙ্গে এও জানানেন, গোটা দেশে মধ্য শিক্ষা পর্ষদই একমাত্র বোর্ড, যারা এই পদক্ষেপ করেছে। এক্ষেত্রে ১০ টাকার মূল্য

দিয়ে গোটা বিষয়টি বিবেচনা করতে রাজি নন তিনি। পর্ষদ সভাপতির কথায়, “আমরা যাতে এক বেলার জন্য, এক বারের জন্য, এক দিনের জন্য পাশে দাঁড়াতে পারি... এটা সেই চেষ্টা। এটাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে।” ১০ টাকায় কী হয়? এই নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই নিয়েও মুখ খুললেন তিনি। বলেন, “অনেকেই মনে করতে পারেন, ১০ টাকায় কী হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড” তাঁর ব্যাখ্যা, যদি কোনও স্কুলে ৫০০ পড়ুয়া থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ৫০০০ টাকার টাকা যাবে। জানানেন, এই অনুদানের টাকা দিয়ে স্কুলগুলি চাইলে, অনেক রকম ভাবে পরীক্ষার্থীদের পাশে থাকতে পারে। সেই কারণেই পর্ষদের সিদ্ধান্তে কোনও বিশেষ করে ধরনের কাজের কথা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। স্কুলগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই অনুদান ব্যবহার করতে

পারে। যদিও শিক্ষাবিদদের একাংশ পর্ষদের এমন সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। অমল মুখোপাধ্যায় বলেন এই অনুদানকে ‘ভিক্ষা’র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেন, “এটা কি কাজের স্বীকৃতি, নাকি ভিক্ষা? দেখে তো মনে হচ্ছে পর্ষদ ভিক্ষা দিতে চাইছে। এটা খুব লজ্জার কথা যে ১০ টাকা দেওয়া হবে। এটা ভাবনার অতীত। আজকের দিনে ১০ টাকার কোনও মূল্য নেই।” অধ্যাপক দেবাশিস সরকারের মতে, এই পদক্ষেপ কোনও বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ নয়। বরং স্কুলের পরিকাঠামো, শিক্ষক পদ তৈরি করা ও স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করার বেশি প্রয়োজন বলেই মনে করছেন তিনি। বলেন, “পঠন পাঠনের মান ও মাত্রা কখনও এই উৎসাহ অনুদানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয় না। এটা কোনও ব্যক্তিগত মত নয়, এটাই বিজ্ঞান এবং এটা সবসময় সত্য।”



বিষয়টি সম্পূর্ণ করতে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলা। সমস্ত থানার সঙ্গেও কথা হয়েছে নগরপালের বলে সূত্রের খবর। শহরে মানুষ বেশি ঢুকলে কোনও খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে। এটা আন্দাজ করে আগেই বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে শুক্রবার বৈঠক করেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলা। তারপর তিনি বলেন, “দুর্গাপুজোতে কলকাতা পুলিশ জনসাধারণের সম্পূর্ণ নজরদারি চালাবে। আগেও তা করা হয়েছে। কারণ চলতি বছরে বিশ্বকাপ খেলা রয়েছে। আমরা তার জন্য বাড়তি প্রস্তুতি নিচ্ছি। তাই নিরাপত্তায় যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকবে। কোনও চিন্তার প্রয়োজন নেই।” দুর্গাপুজোয় শহরে বিভিন্ন জেলা থেকেও মানুষজন শহরে এসে থাকেন। আর খেলা থাকলে তো ভি

বাড়তি সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ বৃষ্টি হলে গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে যায়। তার ফলে যানজট তৈরি হতে পারে। উৎসবমুখর দিনগুলিতে শহরে যাতে সশৃঙ্খল পরিস্থিতি বজায় থাকে সেদিকে নজর দিতে নিরাপত্তা এবং পথ নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেওয়া হবে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর। এড়াতে ও নিরাপত্তা সম্পৃক্ত করতেও বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে কলকাতা পুলিশ। এমনকী এই বছর দুর্গাপুজোয় আরও বেশি ফেস রেকগনিশন ক্যামেরা শহরের আনাচে-কানাচে বসানো হচ্ছে। এই ধরনের ক্যামেরায় ডেটা বেস থাকে। যেখান কোনও ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সহজ হয়। আর সেখানে তথ্য মজুত করে দেওয়া হয়েছে। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে আরও বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নেবে পুলিশ বলে জানা যাচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাৰ্তা

২৮ বৰ্ষ, দৈনিক ২৯৫ সংখ্যা, রবিবার, ৬ আশ্বিন ১৪৩০

মণিপুরে মাদক বিৰোধী অভিযান

মণিপুরে মাদক উৎপাদন কেন্দ্ৰগুলিকে ধ্বংস করতে সেনারা সক্ৰিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে ড্ৰেন দিয়ে কোথায় মাদক চাষ হচ্ছে তা খবর যেমন নেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি সেই সব চাষ কেন্দ্ৰকে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। কুকি এবং মাইতেই

সম্প্ৰদায় এই মাচক পাচাৰে অংশ গ্ৰহণ কৰে থাকে। মাদকে টাকা নিয়ে মণিপুরে সংঘৰ্ষ শুরু হয়েছে বলে জানতে পৱার পর এখন বিৰোধীৱা বিজেপি সরকারেৰ বিৰুদ্ধে কোনও কথা বলতে পাৱছে না। মাদক মণিপুরেৰ মুখ্য আৰ্থিক ৰোজগাৱ। সেই মাদক কাৱবাৱ বন্ধ কৰে দেওয়াৰ চেষ্টা কৰছে মোদি সৰকাৰ। কঠোৱ হাতে তা দমন কৰা হচ্ছে। মণিপুর থেকে মাদক চোৱা পথ ধৰে চিন দেশে যায় বলে জানতে পাৱা গিয়েছে। এমনকী মাংমানৱোও মণিপুরেৰ মাদক যায়। আফগান এবং আফ্ৰিকা থেকে মাদক তৈৰি হয়ে সাৱা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু কৰে। আফগান মানুষদেৱ ৰোজগাৱেৰ পথ ছিল মাদক নিৰ্মাণ। সেই মাদক চোৱা পথ দিয়ে ইউৰোপেৰ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু কৰে। বিশেষ কৰে আমেৰিকাৰ তৰুণ সমাজে। তাৱা মাদক সেৱন কৰতে বেপৰোয়া জীৱন যাপন কৰাতে থাকে। আমেৰিকাৰ সৰকাৰেৰ কাছে এ ব্যাপাৰে খবৰ থাকলেও কড়া হাতে বাদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰতে পাৱছিল না। আমেৰিকাৰ আফগান আক্ৰমণ কৰাৱ একটী মাত্ৰ কাৰণ ছিল মাদক বন্ধ কৰা এবং লােনেৰ খোজ কৰা। আমেৰিকাৰ তৰুণ সমাজকে বাঁচাতে গেলে প্ৰয়োজন ছিল আমেৰিকাতে মাদকেৰ প্ৰবেশ বন্ধ কৰে দেওয়া। ব্ৰিটেন সৰকাৰও এ ব্যাপাৰে কড়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। ইংল্যাণ্ডেৰ তৰুণৱা একটী সময়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ব্ৰিটিশ সৰকাৰ দ্ৰুততাৱ সঙ্গে তাৱ মোকাবিলা কৰে তৰুণ সমাজে মাদক সেৱন বন্ধ কৰে দিতে সক্ষম হয়। ব্ৰিটেনে মাদক সেৱন কৰে ধৰা পড়তে তাৱ কঠিন শাস্তি। মাদক সেৱন কৰতেন আৰ্জেণ্টিনাৱ বিখ্যাত খেলোয়াড় মাৱাদোনা। তিনি মাদক সেৱন কৰে ফুটবল না খেলেও পৰবৰ্তী কালে মনেৰ হাতাশা কাটিতে মাদক গ্ৰহণ কৰতেন। এৱ জন্য তিনি ধৰা পড়েছিলেন এবং কাৱাবাসও কৰেন। তিনি আবাৱ কমিউনিষ্ট নেতা ফিদেল কাস্ত্ৰো এবং চে গুয়েভাৱাৱ ভক্ত ছিলেন। ফিদেল কাস্ত্ৰো যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মাৱাদোনা মাদক গ্ৰহণ কৰেননি। বৰ্জন কৰেছিলেন। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্ৰো মাৱা যেতেই মাৱাদোনা মাদক গ্ৰহণ কৰতে থাকেন। প্ৰতিটি ধৰ্মেৰ মধ্যে লেখা রয়েছে মাদক সেৱন কৰা অনায়া। এখনও বহু পূজাকে কেন্দ্ৰ কৰে চলে মাদক সেৱন উৎসৱ। বলা হয় মাদক সেৱন না কৰলে পুজো সিদ্ধ হয় না। ভাৱত সৰকাৰ এ ব্যাপাৰে কড়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰেছে। ভাৱতেৰ মাদক পাচাৰ বেশি হতে দেখা গিয়েছে মুম্বই শহৰে। সেখানকাৰী অন্ধকাৰ জগতেৰ ডনৱা মাদক কাৰবাৰে সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিবসেনাৱ নেতা বালাসাহেব এসেই মাদক কাৰবাৱ একেবাৰে বন্ধ কৰে দিলেন। সাত্ৰী খেলা বন্ধ হল। তাৱ ফলে মুম্বই জগতেৰ সেৱা জন দাউদ মুম্বই ত্যাগ কৰে পাকিস্তানে পালিয়ে গেলেন। মুম্বই শহৰকেঅপৰাধ থেকে মুক্ত কৰাৱ পণ গ্ৰহণ কৰেছিলেন বালাসাহেব। শিবসেনা নেতা বালা থাকৰে বহু সংগ্ৰাম কৰে তবেই মুম্বই থেকে অন্ধকাৰ জগতে পৰিস্কাৰ কৰতে সক্ষম হন। এখন তিনি নেই। তাঁৱ অবতৰানেৰ সুযোগ নিয়ে আবাৱ মাদক পাচাৰকাৰীৱা সক্ৰিয় হতে শুরু কৰেছে।

ভাৱতেৰ ওপৰে নিৰ্ভৰশীল...

তালিবানদেৱ নিয়ে জাপান সৰকাৰেৰ সঙ্গে কথা হয়েছে ভাৱতেৱা। ভাৱতেৰ নিৰাপত্তা দেওয়াৰ ব্যাপাৰে জাপান অগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰেছে বলে জানতে পাৱা গিয়েছে। আগামি দিনে তালিবান সৰকাৰ আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতাৱ ওপৰে ভিত্তি কৰে

সম্পাদকীয় ২

গড়ে উঠবে। আগেকাৰ তালিবান সৰকাৰেৰ মতে বৰ্মানে সৰকাৰ হবে না। এই তালিবানি সৰকাৰ ৱাষ্টপুঞ্জেৰ সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন কৰবে। ৱাষ্টপুঞ্জেৰ সনদ মেনে চলবে। তাৱ ফলে ৱাষ্টপুঞ্জ থেকে তালিবানদেৱ ব্যাপাৰে কোনও ৱকম কুমন্তব্য কৰতে শেনা যায়নি। চিন, ৱাশিয়া, আমেৰিকা এবং ব্ৰিটেনে পূৰ্ণ সমৰ্থন রয়েছে তালিবান সৰকাৰ গঠন কৰাৱ ক্ষে। পাকিস্তান মাঝধান থেকে তালিবানদেৱ মধ্যে ঢুকে পড়ে ভাৱতেৰ ওপৰে চাপ বৃদ্ধি কৰতে চেষ্টা কৰছে। পাকিস্তান চাইছে তালিবানদেৱ মতো কাশ্মীৰেৰ জঙ্গি সংগঠনগুলো মাথা চাড়া দিতে উঠতে থাকুক। তাৱাও স্বাধীন কাশ্মীৰেৰ আওয়াজ তুলে ভাৱত বিৰোধিতাৱ কথা বলুক। কাশ্মীৰেৰ মৌলবাদী সংগঠনগুলো এখন চেষ্টা কৰছে তালিবানদেৱ সহযোগিতা পাওয়ার। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না তাৱ একটী মাত্ৰ কাৰণ হচ্ছে ভাৱত সৰকাৰেৰ সঙ্গে তালিবান সৰকাৰ বাবসায়িক সম্পৰ্ক তৈৰি কৰতে চায়। তাৱ জন্য সময় লাগবে। প্ৰায় একটী বছৰ গেলে যেতে পাৱে। ভাৱতেৰ গুৰুপথ্ৰ থেকে শুক কৰে চিকিৎসা ব্যবস্থাৱ খুবই প্ৰয়োজন তালিবানদেৱ। ভাৱত খুবই কাছে দেশ। ফলে সেখান থেকে অতি দ্ৰুত আফগানেৰ সঙ্গে সুসম্পৰ্ক তৈৰি কৰা সম্ভব হতে পাৱে। ভাৱতে প্ৰবেশ কৰাৱ মূল দ্বাৱটি হল আফগানিস্তান। এই আফগান দিয়ে বহু বিদেশীৱা ভাৱতে প্ৰবেশ কৰেছে। ফলে ভাৱতকে আফগানিস্তানেৰ খুবই প্ৰয়োজন রয়েছে। নতুন কৰে আফগানকে তৈৰি কৰতে গেলে ভাৱতেৰ ইঞ্জিনিয়াৱ থেকে শুরু কৰে চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীদেৱ খুবই প্ৰয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞানেৰ যুগে বিজ্ঞানকে অস্বীকাৰ কৰলে আফগান বেশি দূৰ এগোতে পাৱবে না। শৰিয়তি আইন দিয়ে শাসন কৰা যেন্তে পাৱে। কিন্তু দেশেৰ উন্নতি শুধু শৰিয়তি আইন দিয়ে হবে না। তাৱ জন্য লোকবল থেকে শুরু কৰে প্ৰযুক্তিৱ প্ৰয়োজন।



কালী সাধক ৰামপ্ৰসাদ

শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পূজো কৰেও মায়েৰ নাম কৰা যেমন যায় টিক তেমনি গান গেয়ে গান ৰচনা কৰে মা শ্যাৱাৰ ভক্তি প্ৰকাশ কৰা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকে। তিনি তাঁৰ ভক্তদেৱ কাৰোৰ কাছে পৱন্ত হন না। মা শ্যামা ওপৰে ভৱসা কৰতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তাৱ প্ৰতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামা তাকে দেখা দেনে। সাধক ৰামপ্ৰসাদ বলছেন, সত্যকে জানাৱ চেষ্টা কৰবি। সত্যকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৱ চেষ্টা কৰবি। তাহলে তবিনে কোনও দিন সত্যক না। জীবনেৰ সত্যকে গ্ৰহণ কৰাৱ মতো আৱ দ্বিতীয় আনন্দ নেই। ৰামপ্ৰসাদ সবসময় সত্যকে প্ৰকাশ কৰতে এবং গ্ৰহণ কৰতে আগ্ৰহী ছিলেন।

আলিপুর বোমা হামলা

অভিযুক্তদের ঐতিহাসিক স্বীকাৰোক্তি

ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ শীল (পূৰ্ব প্ৰকাশেৰ পৱ) ২৯ বছৰ বয়সী অভিযুক্ত ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল স্বীকাৰোক্তি ইংৰেজি ভাষাতে ১৯০৮ সালেৰ ১১ মে আলিপুৰেৰ আদালতে প্ৰথম শ্ৰেণিৰ ম্যাজিষ্টেটৰ দিহেছিলেন। প্ৰশ্নঃ আপনি কি আমাকে কি আমাকে একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তৰঃ হ্যাঁ। প্ৰশ্নঃ আপনি কী বোঝেন যে আমি একজন ম্যাজিষ্টেট এবং আপনাৰ বক্তব্য আপনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ হিসাবে গ্ৰহণযোগ্য হবে? উত্তৰঃ হ্যাঁ। প্ৰশ্নঃ আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য কোনও চাপ দেওয়া হয়েছে? উত্তৰঃ না। প্ৰশ্নঃ আপনাৰ বক্তব্য কি? উত্তৰঃ আমি বৰাহনগৰ ডিস্টেৱিয়া স্কুল থেকে প্ৰবেশিকা পৰীক্ষা এবং কলকাতাৰ জেনাৰেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন থেকে এফএ পাশ কৰেছি। আমি ডাফ কলেজ থেকে বিএ পৰীক্ষা দিটে গিয়েছিলাম এবং ফেল কৰেছিলাম। আমি ডাফ কলেজে থাকাৰ সময়ে চন্দননগৰেৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্যানার্জিৰ সঙ্গে পৰিচিত হই যিনি আমাৰ বন্ধু হয়েছিলেন। আমরা ৪র্থ শ্ৰেণিৰ ছাত্ৰ ছিলাম তখন আমরা এই পৃথিবীৰ মায়া ত্যাগ কৰে সন্ন্যাসীদেৱ মতো জীবনযাপন কৰাৱ কথা ভেবেছিলাম। উপেন কলেজ ছেড়ে আলমোড়াৰ মায়াবতীতে গিয়েছিলেন পৰীক্ষাৰ পৰে আমি বেনাৰসে গিয়েছিলাম এবং আমাৰ ভাইৰেৰ সাহায্যে থেকেছিলাম এবং সেখানে যোগ সহ হিন্দু দৰ্শন অধ্যয়ন কৰেছিলাম। প্ৰায় এক বছৰ বেনাৰসে থাকাৰ পৰে মায়াবতীতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমাৰ পুৱানো বন্ধু উপেন্দ্ৰনাথ ব্যানার্জিকে পেয়েছিলাম। মাদ্ৰাজে ৱামচন্দ্ৰ প্ৰভুৱ সাথে আমাৰ পৰিচয় হয়। আমি সেখানে প্ৰাচ্য এবং পাশ্চাত্য দৰ্শন নিয়ে পড়াশুনা কৰেছি এবং সঙ্গে ছিল আমাৰ বন্ধুৱাও। কাংড়া উপত্যকাৰ ভূমিকান্ত হয়ে উপেনকে দুঃ স্বদেৱ সাহায্য কৰতে পাঠানে হয়েছিল। সেখান থেকে সে চন্দননগৰে যায় যখন লৰ্ড কাৰ্জন জনগণেৰে প্ৰাৰ্থনা ও প্ৰতিবাদকে পদদলিত কৰে বাংলা ভাগ কৰেন তখন আমি নিজেৰ কাজকে বন্ধ রেখে বাংলায় ফিৰে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰেছিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম অবশ্য স্বাধীনতা পেতে হবে এবং এটি সৰকাৰেৰ অত্যাচাৰ নিপীড়নেৰ বিৰুদ্ধে দাঁড়োৱা পাণ ন্য। তাই আমি হৰিদ্ধাৱে এসে স্বদেশি প্ৰচাৰ কৰি এবং কয়েকজন সাধুদেৱ এই কাজ কৰতে প্ৰৱোচিত কৰেছিলাম। সেখানে এক পাশ্চিক ছিলাম এবং তাৱপৰে বেনাৰসে ফিৰে আসি।

সেখানে আমি একটি চিঠি পেলাম উপেনেৰ কাছ থেকে যে সে চন্দননগৰেৰ গোন্দালপাড়া আছে। উপেন আমাকে ‘যুগান্তৰ’ পত্ৰিকাৰ কয়েকটি কপি দেখালেন এবং আমি সেগুলি অধ্যয়ন কৰেছিলাম এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমাদেৱ দেশেৰ ৱাজনৈতিক স্বাধীনতাকে নিশ্চিত কৰতে হবে এবং আমি উপেনকে যুগান্তৰেৰ অফিস অনুসন্ধান কৰতে বলেছিলাম। সতিাই সেখানে একটি সমিতি আছে কিনা যাৱা দেশকে বিদেশিৰ চোৱাল থেকে উদ্ধাৰ কৰাৱ চেষ্টা কৰছে। সেদিন আমি চাতৱায় গিয়েছিলাম এবং শিক্ষা বিভাগেৰ একটি পদ পাওয়ার সংকল্প কৰেছিলাম যাতে অল্প বয়সী ছেলেদেৱ কাছে এই ধাৱনীটি প্ৰচাৰ যাতে কৰতে পাৰি যে এটি অবিৱাম ভণ্ডামি এবং চিৰন্তন দ্বিচাৰিতা দ্বাৱা ইংৰেজৱা আমাদেৱ দেশ কৃক্ষিগত কৰেছে এবং আমি ভদ্ৰেশ্বৰ উচ্চ ইংৰেজি স্কুলে একটি পোস্ট পেয়েছি। চাৱ পাঁচ মাস পৰে আমি উপেনেৰ কাছ থেকে শুনলাম যে কলকাতায় বাৰীন্দ্ৰ কুমাৰ ঘোষেৰ নেতৃত্বে সতিইএ একটি গোপন সমিতি রয়েছে এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি তখন ভদ্ৰেশ্বৰ ইংলিস স্কুলেৰ শিক্ষক ছিলেন। আমি তখন বৈদ্যুটি স্কুলে একটি পদ পেয়েছিলাম এবং উপেনকে ‘বন্দেমাতৰম’ কৰ্মীদেৱ সহকাৰী সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ কৰা হয়েছিল। গত গৱম কালে আমি ২০ চাপাতলা লেনে ‘যুগান্তৰ’ অফিসে গিয়েছিলাম এবং উপেন্দ্ৰ আমাৰ সাথে বাৰীন্দ্ৰেৰ সঙ্গে পৰিচয় কৰিয়ে দেয় এবং তাৱপৰে বাৰীন্দ্ৰেৰ সঙ্গে আমাৰ বন্ধুত্ব হয়। তিনি আমাকে বাৱবাৰ তাঁকে দেখতে বললেন। বাডি ফিৰে ২৪ গোয়াবাগানে তাঁকে দেখেছিলাম এবং মুমাৰি পুকুৰ গাৰ্ডেনে যেতাম। আমি সেখানে ৪-৫ বাৰ গিয়েছি। প্ৰশ্নঃ কী চলছিল সেখানে? উত্তৰঃ আমি যখন ছিলাম তখন বাৰীন আমাকে বলেছিলেন ধৰ্মীয় এবং ৱাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্ৰতিষ্ঠাৱ জন্য উপপুত্ৰ জয়গা এবং ‘আশ্ৰম’ এৱ স্থান খুঁজছেন। একবাৰ আমি ২৪ গোয়াবাগান লেনে ছিলাম তখন আমি বাৰীন, উল্লাসকৰ এবং অন্য ছেলেকে দেখেছিলাম যাৱ নাম আমি ভুলে গেছি, তাৱা চন্দননগৰেৰ উদ্দেশ্যে যাত্ৰা কৰাৱ জন্য প্ৰস্তুত ছিল। আমি তাৱদেৱকে জিজ্ঞাসা কৰেছিলাম তাৱা কি কৰবে এবং তাৱা আমাকে বলল যে লেফেটেন্যান্ট গৱনৰেৰ ট্ৰেন উড়িয়ে দিতে যাচ্ছে। কথা বলতে বলতে শ্ৰীৰামপুৰেৰ নৰেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী সেখানে এলেন। আমাৱা পাঁচজন হাওড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলাম এবং গোয়ান থেকে

একটিমাত্ৰ সীমান্ত নিয়ে ভাৱত-চিন বিবাদ

বিশ্ব প্ৰতিনিধি

ভাৱতেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱেন্দ্ৰ মোদি এখনই চিনকে চটাতে চাইছেন না। চিনেৰ সঙ্গে মৈত্ৰীও আবাৱ গড়তে চাইছেন না। তিনি এখন মধ্য পথকে অবলম্বন কৰতে শূৰু কৰে। চিনেৰ সঙ্গে বৰষা বাণিজ্য যে ৱকম চলছিল তা বজায় থাকছে বটে। কিন্তু সীমান্ত সমস্যাৱ সমাধান দ্ৰুত চিনকে কৰতে হবে বলে ভাৱত সৰকাৰ বলতে শূৰু কৰে দিয়েছে। চিন যে সন্ত্ৰাসবাদীদেৱ সমৰ্থন কৰবে না সেটা স্পষ্ট কৰে দিয়েছে ভাৱত জি-২০ সম্মেলনে। তাৱ ফলে চিন এখন আৱ পাকিস্তানেৰ দিকে ঝুঁকতে পাৱছে না। এদিকে কানাডাকে ভাৱত পৰিস্কাৰ কৰে বলে দিয়েছে যে তাৱাও জি-২০ সম্মেলনে বিশ্ব সন্ত্ৰাসবাদীদেৱ সঙ্গে মোকাবিলা কৰবে এবং সন্ত্ৰাসবাদীদেৱ ৱাজনৈতিক প্ৰশ্নৱ দেবে না। জি-২০ সম্মেলনেৰে প্ৰথম কথাই ছিল বিশ্ব থেকে সন্ত্ৰাসবাদকে দূৰ কৰতে হবে। সেখান চিন এবং কানাডাৰ প্ৰতিনিধিৱা তাতে স্বাক্ষৰ কৰেছে। এদিকে ভাৱতেৰ বিদেশ মন্ত্ৰক থেকে কথা উঠতে শূৰু কৰে দিয়েছে যে জি-২০ সম্মেলন কানাডা সন্ত্ৰাসবাদীদেৱে দমন কৰতে সক্ৰিয় সহযোগিতা কৰবে। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে কানাডা এখন সন্ত্ৰাসবাদীদেৱ স্বৰ্গ ৱাজ্যে পৰিণত হয়েছে। সন্ত্ৰাসবাদীৱা যাতে অৰ্থ লুকিয়ে ৱাখতে না পাৱে এবং কাজে লাগাতে না পাৱেত তাৱ দিকে সবাই সতৰ্ক নজৰ ৱাখবে। ভাৱতেৰ জি-২০ সম্মেলনেৰ সভাপতি পদ দুই মাস রয়েছে। এই সময়ে ভাৱত এফএটিএফ-এ কাৰ্যকৰ কৰত থকবে। তাৱ ফলে খলিফানপন্থীৱা বিপদে পড়তে পাৱে। ভাৱতেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৱ মোদি চেষ্টা কৰেছিলেন চিনেৰ সঙ্গে

সখ্যতা বৃদ্ধি কৰতে। চিন এই সখ্যতাকে সামনে রেখে যেভাবে ভাৱতেৰ ওপৰে তাৱেৰ অধিকাৰ ফলাতে শূৰু কৰে দিয়েছে তা কবে মিটেৰ বলা খুবই মুশকিল। পাকিস্তান জঙ্গিদেৱ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰতে শূৰু কৰে দিয়েছে। আগে নেপালেৰ সঙ্গে ভাৱতেৰ এত মত বিৰোধে ছিল না। চিনেৰ উদ্ভানিতে এবাৱে সেটা বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেভাবে নেপাল ভাৱত সীমান্ত এলাকাৰ বেশ কিছু অংশ নেপাল তাৱেৰ বলে দাবি কৰতে শূৰু কৰে দিয়েছিল। ফলে আগামি দিনে নেপালেৰ সঙ্গে ভাৱত সংঘৰ্ষ হওয়ার সম্ভাবনা হলেও তা মিটে গিয়েছে। এদিকে বাংলাদেশকে চিন ভাৱতেৰ বিৰুদ্ধে উদ্বেগ দেওয়ার চেষ্টা কৰছে। এখন যদি আমেৰিকা ভাৱতকে আৰ্থিক, যুদ্ধান্ত্ৰ দিয়ে সাহায্য না কৰে তাহলে যে কোনও সময়ে ভাৱতেৰ অবস্থা কাহিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমেৰিকা ছাড়া ভাৱতেৰ আৱ কোনও গতি নেই। এদিকে জাপানও ভাৱতকে ৱক্ষা কৰতে এগিয়ে আসতে পাৱে। ভাৱত আক্ৰান্ত হলে জাপান চুপ কৰে বসে থাকবে না সেটা স্পষ্ট। কোৱিয়া কিম সম্ভবত চিনেৰ দিকে ঝুঁকে থাকবেন। ৱাশিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন কৰে উভয় দেশকে শান্ত কৰাৱ চেষ্টা কৰবে। পুতিন কাৱোৱ পক্ষ অবলম্বন না কৰে উভয়কে সংঘত হতে বলবে। ভাৱতকে চাৱদিক দিয়ে ঘিৰে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰেছে চিন।



বয়কট কৰাৱ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰেছে। ফলে আগামি দিনে চিনকে বাজাৱ ৱক্ষা কৰতে গেলে কুটনৈতিক সম্পৰ্ক ভালো কৰতে হবে। না হলে চিন আন্তৰ্জাতিক বাজাৱ থেকে একেবাৰে সৰে যাবে। আৱ মাথা তুলে দাঁড়াতে পাৱবে না। চিন সেই ভয়টা পেতে শূৰু কৰে দিয়েছে। চিন পণ্য বয়কট আন্দোলন এখন আন্তৰ্জাতিক স্তৰে ছড়িয়ে যেতে শূৰু কৰে দিয়েছে। বহু ৱাষ্ট চিনা পণ্য কিনছে না। এই চিনা বিৰোধী পৰিবেশ ক্ৰমশ বৃদ্ধি পেতে শূৰু কৰে দিয়েছে। চিন এখন সব দেশকে আৰ্থিক সাহায্য দিয়ে তাৱদেৱকে

কজা কৰাৱ চেষ্টা কৰছে। চিনেৰ ফাঁদে পা দিয়েছে শ্ৰীলঙ্কা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান। বাংলাদেশেৰ সঙ্গে ভাৱতেৰ সম্পৰ্ক ৱক্তেৰ বলে উল্লেখ কৰেছেন বাংলাদেশেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা। যাৱ ফলে চিন ানিকটা হলেও বেশ অস্থিৰে রয়েছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী পদে হাসিনা বৰ্তমান সৰ্বশেষে তেজতীন ভাৱতকে চিন্তা কৰতে হবে না বাংলাদেশকে নিয়ে। কিন্তু শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পৰ ভাৱতেৰ অবস্থা বাংলাদেশেৰ সম্পৰ্ক কী ৱকম হবে তা বোঝা খুবই মুশকিল। শেখ হাসিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী হওয়ার আগে চিনেৰ প্ৰেসিডেণ্ট শি জিনপিং দেশেৰ বাইৰে যেতে চাইছেন না। ভাৱতেৰ সঙ্গে সীমান্ত বিৰোধে পাকিয়ে থেখে চিন অভ্যন্তৰীণ বিদ্ৰোহকে সামাল দিতে চেষ্টা কৰছে। চিনেৰ বৰ্তমান আৰ্থিক অবস্থা ক্ৰমশ পড়তিৰ দিকে। ইউৰোপ আমেৰিকা এবং এশিয়াৱ বেশ কয়েকটি দেশ চিনা পণ্য বয়কট কৰাৱ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰেছে। ফলে আগামি দিনে চিনকে বাজাৱ ৱক্ষা কৰতে গেলে কুটনৈতিক সম্পৰ্ক ভালো কৰতে হবে। না হলে চিন আন্তৰ্জাতিক বাজাৱ থেকে একেবাৰে সৰে যাবে। আৱ মাথা তুলে দাঁড়াতে পাৱবে না। চিন সেই ভয়টা পেতে শূৰু কৰে দিয়েছে। চিন পণ্য বয়কট আন্দোলন এখন আন্তৰ্জাতিক স্তৰে ছড়িয়ে যেতে শূৰু কৰে দিয়েছে। বহু ৱাষ্ট চিনা পণ্য কিনছে না। এই চিনা বিৰোধী পৰিবেশ ক্ৰমশ বৃদ্ধি পেতে শূৰু কৰে দিয়েছে। চিন এখন সব দেশকে আৰ্থিক সাহায্য দিয়ে তাৱদেৱকে

হেৰিটেজ ভবানীপুৰেৰ সাউথ সাৰ্বাৰ্ন স্কুল (মেন)

কলকাতাৰ ভবানীপুৰেৰ সাউথ সাৰ্বাৰ্ন স্কুল (মেন) এৱ প্ৰতিষ্ঠা কাল হচ্ছে ১৮৭৪ সাল। এই স্কুলেৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছিলেন স্যাৱ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁৱ পিতা গদাধৰ মুখোপাধ্যায় এই স্কুল গড়াৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰেছিলেন। এই স্কুলেৰ প্ৰধান শিক্ষক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্ৰী। ১৯০২ সালে ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দেৰ মহাপ্ৰাণ হলে এই স্কুলে প্ৰথম শোকসভাৱ আয়োজন কৰা হয়েছিল। সেই

শোকসভায় সভাপতিত্ব কৰেন ৱবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এবং প্ৰধান বক্তা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই স্কুলে আবাৱ ছাত্ৰ ছিলেন বাংলাৱ চলচ্চিত্ৰেৰ সোৱা নায়ক উত্তম কুমাৰ। প্ৰাক্তনচন্দ্ৰ মেঘা ছিলেন ইতিহাসবিদ ৱমেশ চন্দ্ৰ মজুমদাৰ, প্ৰতুল চন্দ্ৰ গুপ্ত, ধীৰেন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯২৩ সালে স্কুলেৰ প্ৰথম পত্ৰিকা প্ৰকাশিত হয়েছিল। কল্লোল পত্ৰিকাও ১৯২৬ সালে প্ৰকাশ

স্কুলেৰ ছাত্ৰ বিজয়কুমাৰ বসু কলকাতা পুৰসভাৱ মেয়ৱ হয়েছিলেন। লেখক অচিন্ত্য কুমাৰ সেনগুপ্ত, দেবী প্ৰসাদ ৱায়চৌধুৰী, হৰীকেশ মুখোপাধ্যায়, ৱবি ঘোষ, তৰুণ কুমাৰ এবং সমৰেশ মজুমদাৰ এই স্কুলেৰ ছাত্ৰ। চিনেৰ ১৯২৩ সালে স্কুলেৰ প্ৰথম পত্ৰিকা প্ৰকাশিত হয়েছিল। কল্লোল পত্ৰিকাও ১৯২৬ সালে প্ৰকাশ

লাভ কৰে। এই দুটি পত্ৰিকাৰ শতবৰ্ষ এ বছৰ। ৫৪৬ পৃষ্ঠাৰ একটি পত্ৰিকা প্ৰকাশিত হল এই সাৰ্ধশতবৰ্ষ গৌৰবগাথা নিয়ে। বহু বিখ্যাত প্ৰাক্তনী ছাত্ৰদেৱ নিয়ে এই পত্ৰিকাটি ডালিয়ে সাজিয়ে প্ৰকাশ লাভ কৰেছে। এক বছৰ ধৰে চলতে থাকবে নানান অনুষ্ঠান। সঙ্গে রয়েছে ১৯৬৪ সালেৰ হীৰক জয়ন্তীতে প্ৰকাশিত স্কুলেৰ ৱিপোর্টও। মূল্যবান পত্ৰিকা তাতে কোনও সন্দেহ নেই।



গোস্বামী এবং একটি ছেলে চাৱৱায় বাড়িতে এসে আমাকে বলে যে তাৱা সেই ৱাতেই চন্দননগৰেৰ মেয়ৱকে হত্যা কৰৱা অভিযান কৰবে এবং আমাকে ৱাতে প্ৰশ্নঃ এৱপৰ কী হল? উত্তৰঃ আমি ৱংপুৰে ন্যাশনাল স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম। আমি অগ্ৰহায়ণ মাসে (নভেম্বৰ এবং ডিসেম্বৰ) থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস (মে এবং জুন) পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছিলাম। সেখান থেকে বাসাৱ গেলাম। আমি ‘নৰশক্তি’ পত্ৰিকাতে গিৱিডি ন্যাশনাল স্কুলেৰ কথা পড়েছি। এই কথা শুনে আমি নৱেন বস্তুিকে চিঠি লিখলাম তাৱ সেখানে পড়াশুনা কৰাৱ ইচ্ছা কিনা। সে সম্মতি দিল। আমি গিৱিডিতে পড়তে গিয়েছিলাম। নৱেন এক সপ্তাহ পড়ে গেলে। আমাৱা সেখানে শ্ৰাবণ মাস (জুলাই এবং আগষ্ট) থেকে আশ্বিন (অক্টোবৰ এবং নভেম্বৰ) পৰ্যন্ত পড়াশুনা কৰেছি। এৱপৰে আমাৱা পুজোৰ ছুটিতে বাডি চলে আসি। আমাৱা সেখানে বৈশাখ মাস (এপ্ৰিল ও মে) মাস পৰ্যন্ত পড়াশুনা কৰেছি। পৰীক্ষায় উপস্থিত হয়ে পৰেশ মল্লিককে চিঠি দিয়েছিলাম যে আমি কলকাতায় যাছি। পৰেশেৰ সঙ্গে পৰিচয় হয়েছিল ৱংপুৰে। চিঠি লেখাৱ পৰে আমি নৱেন বস্তুীৰ সাথে কলকাতায় আসি এবং সেখানে পৌঁছে ৪৪-৬ হাৱিসন ৱোডেৰ একটি মেসে প্ৰায় ২ এবং ৩ ঘণ্টা ছিলাম। আমি তাৱ নৱেন এৱ সঙ্গে মানিকতলা গাৰ্ডেনে গিয়েছিলাম। আমি সেখানে ১৫ দিন থাকি এবং পৰে দিনৱাত সেখান থাকতাম। ক্ৰেমশ...

বারাণসী স্টেডিয়ামের শিলান্যাস

প্রধানমন্ত্রীর হাতে ‘নমো’ লেখা জার্সি তুলে দিলেন সচিন



বারাণসী, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ আজ, ২৩ সেপ্টেম্বর বারাণসীতে নতুন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বারাণসী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর, সচিন তেডুলকর, কপিল দেব, রবি শাস্ত্রী, দিলীপ বেন্দসরকর, রজার বিনি, মদন লাল, গুণ্ডায়া বিশ্বনাথ ও গোপাল শর্মারা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে বারাণসী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ‘নমো’ লেখা ভারতের জার্সি তুলে দেন কিংবদন্তি সচিন তেডুলকর। বারাণসী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক হিসেবে একটি ব্যাট উপহার দেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি ও বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। বারাণসীর এই নতুন স্টেডিয়ামটির প্রস্তাবিত ডিজাইন নেটদুনিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে। ওই

স্টেডিয়ামটি দেখতে হবে অর্ধচন্দ্রের মতো। স্টেডিয়ামের অংশ হিসেবে থাকবে মহাদেবের একাধিক সামগ্রী। থাকছে বেলপাতা, ডুগডুগি ও ত্রিশূল। বারাণসী স্টেডিয়ামের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মোদি বলেন, “মণিপুরে ন্যাশানাল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে খেলার খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। গোমখপুরে স্পোর্টস কলেজ, মিরাতে মেক্সর ধান চাঁদ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এ ছাড়াও সারা দেশে একাধিক স্পোর্টস সেন্টার বানানো হচ্ছে।” মোদি বারাণসী স্টেডিয়ামের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বলেন, “দেশের বিকাশের জন্য খেলাধুলোর সুযোগ সুবিধার বিরাট বিস্তার প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে অনেকেই দুনিয়ার অনেক শহরকে এই কারণেই জানে, কারণ সেখানে আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন খেলার আয়োজন হয়েছে। আমাদের ভারতেও সেই রকম স্পোর্টস সেন্টার বানানো হবে। যাতে এখানেও বিকসি আন্তর্জাতিক স্তরের খেলার আয়োজন করা

যায়। যে স্টেডিয়ামের আজ শিলান্যাস হয়েছে, তা খেলার প্রতি আমাদের এই সংকল্পের সাক্ষী হয়েছে।” মহাদেবের শহর বারাণসীতে যে স্টেডিয়াম হতে চলছে তা নিয়ে মোদি বলেন, “বারাণসী স্টেডিয়াম ইট-পাথরের বানানো শুধু একটা স্টেডিয়াম হবে না। বরং এই স্টেডিয়াম ভবিষ্যতের ভারতের প্রতীক হবে। এই স্টেডিয়াম স্বয়ং মহাদেবকে সমর্পিত করা হবে। এর নকশাও মহাদেবকে সমর্পণ করে বানানো। এই স্টেডিয়ামে একাধিক ক্রিকেট ম্যাচ হবে। যার ফলে বারাণসীতে ক্রিকেট খেলতে চাওয়া যুবক-যুবতীরা সুবিধা পাবে। আমি নিজেকে ভাগ্যান মনে করি। কারণ, আমার কাশী সবসময় আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে। আমার পাশে দাঁড়ায়। তোমাদের ছাড়া কাশীতে কোনও কাজ পূরণ হয় না। আমার কাশীতে এই ভাবেই বিকাশের নতুন অধ্যায় লিখবা। কাশীর বাসিন্দাদের এই বারাণসী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাসের জন্য শুভেচ্ছা জানাই।”

আর ৪ বছর ইস্টবেঙ্গেলই থাকছেন মহেশ!



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ গত মরসুমে চমকির ছন্দে ছিলেন তিনি। টিমের সাফল্যে ছাপও রেখেছিলেন। আইএসএলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে হ্যাটট্রিকের দুরন্ত রেকর্ড করেছিলেন। তার থেকেও বড় কথা, মণিপুরের ছেলে করিয়েছেন ৭টা গোল। ২৪ বছরের পাছাডি ফুটবলার তার পুরস্কারও পেলেন। আগামী চার বছরের জন্য লাল-হলুদেই থাকবেন নাওরেন মহেশ সিং। কার্লস কুয়াড্রাতের টিম সোমবার আইএসএল অভিযানে নামছে। জামশেদপুর একসির বিরুদ্ধে হোম ম্যাচ। তার আগে তরুণ ফরোয়ার্ড মহেশে আস্থা দেখাল ইস্টবেঙ্গল। কুয়াড্রাত বলেছেন, “মাহেশের

চুক্তি বাড়ানোটা টিমের জন্য খুব ভালো খবর। যে দিকে আমরা ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তাতে ও একটা উদাহরণ। ক্লাবের হয়ে তো বটেই, জাতীয় টিমের হয়েও মহেশ চমৎকার পারফর্ম করেছে। ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার হয়ে ওঠার সব মশালা আছে ওর মধ্যে।” ইনভেস্টের ইমামি গ্রুপের তরফে সন্দীপ আগরওয়াল বলেছেন, “ইস্টবেঙ্গেলে যোগ দেওয়ার পর থেকে মহেশ যে ম্যাচ উইনার, সেটা প্রমাণ করেছে। প্রতিদিন উন্নতি করেছে। ওকে দেখে টিমের তরুণ ফুটবলাররা উদ্বুদ্ধ হয়। ক্লাব আর জাতীয় টিমের হয়ে ও যা খেলেছে, তাতে আমরা গর্বিত। সমর্থকরাও ওকে পছন্দ করে।”

৫ ম্যাচে ৯ গোলের যে আনন্দ রোনাল্ডোর

রিয়াল, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ প্রথম দুই ম্যাচে হার দিয়ে সৌদি প্রো লিগের অভিযান শুরু করে আল নাসর। সেই দুই ম্যাচের প্রথমটিতে চোটের কারণে খেলতে পারেননি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। দ্বিতীয় ম্যাচে খেললেও আধা ফিট রোনাল্ডো পাননি কোনো গোলের দেখা। সেই দুই ম্যাচের পর বেশ সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল সিআর সোলভেরো। এমনকি তাকে কিনে আল নাসর ভুল করেছে কি না, এমন প্রশ্নও তুলেছিলেন কেউ কেউ। সেসব সমালোচনাই যেন তাড়িয়ে দেয় রোনাল্ডোকে। এর পর থেকেই তাঁর পুরোনো ছন্দের দেখা মেলে। আল আল নাসরের তৃতীয় ম্যাচেই জবাব দেন দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিকে। সেই থেকে লিগে টানা ৫ ম্যাচে গোল করেছেন পর্তুগিজ তারকা। সব মিলিয়ে এই ৫ ম্যাচে রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা ৯, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ৪টি গোল। সর্বশেষ গতকাল রাতে রবার্তো ফিরমিনো-রিয়াদ মাহরেজদের আল আহলির বিপক্ষে আল নাসরের ৪-৩ গোলে জেতা ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন রোনাল্ডো। ঘরের মাঠে এদিন এগিয়ে যেতে আল নাসরের সময় লাগে ৪ মিনিট। সািও মানের বাড়ানো বলে রোনাল্ডোর করা গোল এগিয়ে দেয়



রিয়াদের ক্লাবটিকে। তবে দর্শকদের ছাড়া খোঁয়ায় এই শট টিকচাক দেখতে পারেননি আল আহলি। গোলরক্ষক এদুয়া মেসি। এমনকি দর্শকেরা নিজেরাও সম্ভবত উপভোগ করতে পারেননি রোনাল্ডোর এই গোল। ম্যাচের ১৭ মিনিটে আল নাসরের হয়ে ব্যবধান ২-০ করেন আদেলদন তালিসকা। ৩০ মিনিটে আল আহলির এক গোল শোধ করেন ফ্রাঙ্ক কেসি। তবে বিরতিতে যাওয়ার

আগে ফের লক্ষ্যভেদ করে ব্যবধান ৩-১ করেন তালিসকা। বিরতি থেকে ফিরেই পেনাল্টি থেকে গোল করে আল আহলিকে ম্যাচে ফেরান মাহরেজ। জমে ওঠা ম্যাচে এই ব্যবধান ৪-২ করতে আল নাসরের সময় লাগে মাত্র ২ মিনিট। নিজের দ্বিতীয় গোল করে দলকে সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে যান রোনাল্ডো। ৮৭ মিনিটে ফেরাস আলব্রিকানের গোলে ব্যবধান ৪-৩ করে ম্যাচে রোমাঞ্চ ফিরিয়ে আনে আল আহলি। তবে এরপর আল নাসর আর সুযোগ দেয়নি তাদের। ৪-৩ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ক্লাবটি। এ জয়ের পর ৭ ম্যাচে ৫ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ৫ নম্বরে উঠে এসেছে আল নাসর। সমান ম্যাচে একই পয়েন্ট নিয়েও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ৫ নম্বরে আছে আল আহলি। দলকে দারুণ এক জয় এনে দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন রোনাল্ডো। ম্যাচের একাধিক ছবি দিয়ে তিনি লিখেছেন, “আরও দুই গোল করতে পেরে খুবই আনন্দত বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ জয়ে দলের সহায়তা করতে পেরেছি। আমাদের ঘরের মাঠে সমর্থকেরা অসাধারণ! তাঁরা দারুণভাবে সমর্থন দিয়েছেন।”

নেইমার আল হিলালেও ‘সমস্যা’র নাম

রিয়াল, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ নেইমার যেন বাজে সময় থেকে বের হতেই পারছেন না! প্যারিসে ভুলে যাওয়ার মতো এক অধ্যায় শেষে যোগ দিয়েছেন আল হিলালে। ভাবা হচ্ছিল, সৌদি প্রো লিগে হাসিমুখি-চমনমে নেইমারকে দেখা যাবে। কিসের কী! আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ খুব একটা ভালো কার্টেনি ব্রাজিলিয়ান তারকার। মাঠে তো এখনও সেরাটা দিতে পারেননি, কোর্সে সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়েও কানায়ুবা চলছে। গত আগস্টে পিএসজি ছেড়ে আল হিলালে দুই বছরের চুক্তিতে যোগ দেন নেইমার। আর্থিক বিষয়াদি প্রকাশ করা না হলেও বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছিল, ৯ কোটি ইউরোয় নেইমারকে কিনেছে আল হিলাল। এর সঙ্গে ‘আড অনস’ হিসেবে কিছু শর্ত থাকায় টাকার অঙ্ক আরেকটু বাড়বে। এত অর্থ দিয়ে কেনা নেইমারের কাছ থেকে শুরু থেকেই সেরাটা চেয়েছিল আল হিলাল। তবে এখন পর্যন্ত তেমনটি দেখা যায়নি। আল হিলালের হয়ে তিন ম্যাচ খেলেও নেইমার এখনো স্কোরশিটে নাম তুলতে পারেননি। তবে গোলে সহায়তা



করেছেন দুবার। সেটা অবশ্য প্রথম ম্যাচেই। সৌদি প্রো লিগে ঘরের মাঠে সেই ম্যাচে আল রিয়াদের বিপক্ষে ৬-১ গোলে জয়ের রাতে বদলি নামেন নেইমার। এফসি চ্যাম্পিয়নস

লিগের ম্যাচে উজবেকিস্তানের ক্লাব নাভবাহোরের বিপক্ষে শুরু থেকেই খেলেছেন নেইমার। ১-১ গোলে ড্র হওয়া সেই ম্যাচে নিজের সেরাটা দিতে পারেননি। সৌদি প্রো

লিগে দামাকের বিপক্ষে পরশু রাতের ম্যাচটাও ১-১ গোলে ড্র করে আল হিলাল। সেদিনও নেইমার ছিলেন নিম্প্রভ। তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে তাই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। ম্যাচ ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে। এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এল নাসিওনাল। বাজে সময়ে যে কোর্চের সহায়তা পানেন নেইমার, সেটাও হচ্ছে না। কারণ, নেইমারের সঙ্গে নাকি আল হিলাল কোচ জর্জ জেসুসের শীতল সম্পর্ক। কড়া হেডমাষ্টার হিসেবে পরিচিত এই কোচ নাকি ব্রাজিলের হয়ে নেইমার খেলায় মোটেও খুশি নন। আসলে আল হিলালে নেইমার পা রেখেছিলেন চোট নিয়ে। পুরোপুরি সেরে না উঠলেও এরপর ব্রাজিলের হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচ খেলেছেন। ব্রাজিলিয়ান তারকার এই সিদ্ধান্তে অখুশি জেসুস। নেইমার তখন খেলার জন্য ফিট ছিলেন না বলে মনে করেন তিনি। সব মিলিয়ে নেইমার বেনা সুখী পরিবারটাই খুঁজে পাচ্ছেন না। অবশ্য এমন পরিস্থিতির বদল হতেও বোধ হয় খুব বেশি সময় লাগবে না। দরকার শুধু আদুকরি পারফরম্যান্স।

এশিয়ান গেমস টেবল টেনিসে শেষ-১৬য় হরমীতরা, জয় সুতীর্থাদেরও

হানবাই, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ১৯তম এশিয়ান গেমসের শুভ উদ্বোধন হল আজ, শনিবার। অবশ্য এশিয়াডের টিম ইভেন্টগুলি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। চলতি এশিয়ান গেমসে টেবল টেনিসে এগিয়ে চলেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। টিটিতে একের পর এক ম্যাচ জিতে পদকের প্রত্যাশা বাড়ছেন ভারতীয় প্যাডলাররা। আজ, ২৩ সেপ্টেম্বর টেবল টেনিসে পুরুষ ও মহিলাদের দলগত ম্যাচ ছিল। দিনের শুরুতে সুতীর্থা-এহিকারা নেপালকে দাপটের সঙ্গে হারিয়েছে। পুরুষদের দলগত ম্যাচে হরমীত-মানবরা হারিয়েছেন তাজাকিস্তানকে। চলতি এশিয়ান গেমসে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ভারতীয় টেনিস তারকারা। এশিয়াড টিটিতে ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল একের পর এক ম্যাচ জিতে এগিয়ে চলেছে। একদিকে পুরুষদের দলগত ইভেন্টের শেষ-১৬-তে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। পাশাপাশি ভারতের মহিলা টিটি টিমও পরের রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছে। গ্রুপ-এফ এর ম্যাচে ভারতের মহিলা টিটি প্রেয়াররা স্ট্রেট গেমে হারিয়েছেন নেপালকে। ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে ভারত। ভারতীয় মহিলা দলের হয়ে

দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন দিয়া পরাগ চিতালে এবং নেপালের সিকা শ্রেষ্ঠা। মাত্র ১৩ মিনিটে শ্রেষ্ঠাকে ১১-১, ১১-৬ ও ১১-৮ ব্যবধানে হারান দিয়া। তিনি শুরুটা ভালো করার পর ছন্দ

শেষ অবধি সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ৩-২ ব্যবধানে জেতে ভারতের মহিলা প্যাডলাররা। গ্রুপ-এফ এ ভারতীয় পুরুষ দল আজ নেমেছিল তাজাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ৬-০ ব্যবধানে জিতেছেন হরমীতরা।



হারাননি এহিকা মুখোপাধ্যায়ও। মেয়েদের টিটিতে দ্বিতীয় ম্যাচে নবিতা শ্রেষ্ঠাকে ১১-৩, ১১-৭ ও ১১-২ ব্যবধানে হারান এহিকা। পরপর ২টো ম্যাচ জিতে দারুণ জয়গায় পৌঁছে যায় ভারত। তৃতীয় রাউন্ডে ইভানা থাপা মগারকে দাপটের সঙ্গে হারান সুতীর্থা। ম্যাচের ফল ১১-১, ১১-৫, ১১-২ সুতীর্থার পক্ষে। এর আগে মেয়েদের টিটিতে প্রথম ম্যাচে কটিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল ভারত। ওই ম্যাচে

ভারতীয় পুরুষ টিটি টিমের হয়ে প্রথম ম্যাচে নামেন মানব বিকাশ ঠক্কর ও আফজালখান মাহমুদভা। প্রথম গেমের শুরুটা ভালো করেন মানব। অবশ্য ভালো লড়াই করেন আফজালখান। শেষ অবধি ৮ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ১১-৮ ব্যবধানে প্রথম গেম জেতেন মানব। এরপর দ্বিতীয় গেম চার মিনিটের বের করেন মানব। তিনি জেতেন ১১-৫ ব্যবধানে। তৃতীয় গেম আবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়

মানব ও আফজালখানরা। একসময় তৃতীয় গেমের স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৭-৭। শেষ অবধি ১১-৮ ব্যবধানে তৃতীয় গেম জিতে ভারতকে তাজাকিস্তানের বিরুদ্ধে এগিয়ে দেন মানব। পুরুষদের টিটিতে দ্বিতীয় ম্যাচে মানুষ উপলভাই শাহ হারান উদায়দুল্লা সুলতানভেকে। টানটান ওই ম্যাচে একসময় স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৯-৯। শেষ অবধি মানুষ প্রথম গেম জেতেন ১৩-১১ ব্যবধানে। এরপর দ্বিতীয় গেমো মানুষ জেতেন ১১-৮ এবং তৃতীয় ও শেষ গেমো তিনি জেতেন ১১-৫ ব্যবধানে। এরপর তৃতীয় ম্যাচে হরমীত দেশাই নামেন ইরোথিম ইসমাইলজোডার বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রথম গেম টেকে ৬ মিনিট। তাতে হরমীত দাপটের সঙ্গে জেতেন ১১-৩ ব্যবধানে। ৪ মিনিটে দ্বিতীয় গেম ১১-৬ ব্যবধানে জিতে নেন ভারতীয় তারকা টেনিস তারকা। এরপর তৃতীয় গেম শেষ হয় ৪ মিনিটে, তাতে হরমীত জেতেন ১১-৫ ব্যবধানে। মানব, মানুষ ও হরমীত পরপর তিন ম্যাচ জেতায় জি সাথিয়ান ও শরথ কমলকে আর নামতে হয়নি। ভারতীয় পুরুষ টিটি দল এশিয়ান গেমসের শেষ ১৬-তে পৌঁছে গিয়েছে।

ওডিআই বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ঘোষণা আইসিসির

দুবাই, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের মাটিতে হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বার আইসিসির পক্ষ থেকে এই মেগা ইভেন্টের প্রাইজমানি ঘোষণা করা হয়েছে।

অক্টোবর-নভেম্বর জুড়ে হবে ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১০টি দল। ভারতের ১০টি শহরে খেলবে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া মোট ১০টি দল। এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপে মোট ১ কোটি মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার থাকছে। কোনও দলই এই টুর্নামেন্ট থেকে খালি হাতে দেশে ফিরবে না। ভারতীয় মুদ্রায় ওডিআই বিশ্বকাপের মোট প্রাইজমানি ৮৩ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। যার মধ্যে চ্যাম্পিয়নরা পাবে ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় তা দাঁড়াবে ৬৩ কোটি ২৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আমোদবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ১৯ নভেম্বর হবে আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল। এই টুর্নামেন্টের রানার্সঅরা পাবে ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় তা হবে ১৬ কোটি ৬৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। অবশ্য বিশ্বকাপের আসর থেকে খালি হাতে ফিরবে না কোনও দলকে। কারণ নকআউটে উঠতে না পারা প্রতিটি দল পাবে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার করে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৮৬ লক্ষ ১০ হাজার ৫০০ টাকা। আর গ্রুপ পরে প্রতিটি জয়ের জন্য যে কোনও টিম পাবে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ৬৩ লক্ষ ২৪ হাজার ২০০ টাকা। এ ছাড়া সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া দল দুটি পাবে ৮ লক্ষ মার্কিন ডলার করে। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৬ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার সমান। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে মেয়েদের যে আইসিসি বিশ্বকাপ হবে সেখানেও প্রাইজমানি একই রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি।

ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই ‘রাজা’ ভারত

দুবাই, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ৩ ম্যাচের একদিনের সিরিজে মোহালিতে প্রথম ওডিআইতে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ক্রিকেট ইতিহাসে নয়া নজির গড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। বিস্তারিত দ্বিতীয় দল হিসেবে আইসিসি-র তিন ফর্ম্যাটেই বিশ্বের এক নম্বর দল হয়েছে টিম ইন্ডিয়া। বিসিসিআইয়ের তরফ থেকেও শুভেচ্ছা জানানো হয় দলকে। টেস্ট ও টি-২০-তে ভারত আগে থেকেই এক নম্বর স্থানে ছিল। শুধু একদিনের ক্রিকেটে এক নম্বর হওয়াটা বাকি ছিল। এবার ওডিআইতেও শীর্ষস্থান দখল করল। বর্তমানে আইসিসি ওডিআই

র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১৬ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে টিম ইন্ডিয়া। টেস্টে ভারতের রেটিং পয়েন্ট ১১৮ ও টি-২০ ক্রিকেটে ভারতের রেটিং পয়েন্ট ২৬৪। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম এই অনানুজির গড়েছিল। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, “টেস্ট, এক দিনের ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের এক নম্বর দল হলাম আমরা। এই ঐতিহাসিক মাইলফলক ছোঁয়ার জন্য গোটা দলকে অভিনন্দন। মাঠে কতটা পরিশ্রম করেছে ছেলেরা, তা এই র‍্যাঙ্কিং দেখলেই বোঝা যায়। বিশ্বকাপের আগে দারুণ কৃতিত্ব।”

বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে বিরাট ধাক্কা, ভারতের ভিসা পেল না পাকিস্তান!

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ওডিআই বিশ্বকাপের আগে হঠাৎ চাপে বাবর আজমরা। বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র ১১ দিন বাকি। আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপে অংশ নিতে চলা ১০ দল এখন প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। এরই মাঝে ভারতের ভিসা পেলেন না বাবর আজমরা। বিশ্বকাপের আগে প্রিন্সি আর্মি দুবাইয়ে গিয়ে বিশ্বকাপে প্রস্তুতি নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। যা আপাতত বাতিল করতে হয়েছে পাকিস্তানকে।



ইএসপিএনক্রিকইনফো-র বিশেষ অনুযায়ী, ভারতের ভিসা না পাওয়ায় দুবাই ট্রিপ বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে পাক ক্রিকেট টিম। বিশ্বকাপের আগে ভারতের মাটিতে দুটি ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলার কথাও পাকিস্তানেরা এই পরিস্থিতিতে জানা গিয়েছে, পাক ক্রিকেটাররা করাচিতে রয়েছেন। এবং আগামী সপ্তাহে হায়দরাবাদে আসবেন। ২০১২-১৩ মরসুমের পর এই প্রথম ভারতে আসছে পাক ক্রিকেট টিম। ভারতের মাটিতে

বিশ্বকাপ সফরে আসার আগে দুবাইতে এক সপ্তাহ পাকিস্তানের সব ক্রিকেটারদের বন্ডি বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল। তা আপাতত ভেঙে গিয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাবর আজমের পাকিস্তানের প্রথম ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের সেই ওয়ার্ম আপ ম্যাচ হবে। নিরাপত্তাজনিত কারণে এই ওয়ার্ম আপ ম্যাচ হবে রুদ্ধদ্বার। ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হবে ৫ অক্টোবর। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে নামবে বাবর আজমের পাকিস্তান। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য বর্তমানে বেঙ্গালুরুর আলুরে এক শিবির করছে ডাচরা। ভারতের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আগেভাগেই নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটাররা এখানে চলে এসেছেন। জানা গিয়েছে, পাকিস্তান ছাড়া যে ৮টি দল ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসবে, তারা ভিসা পেয়ে গিয়েছে।

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • দশম সংখ্যা • ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পুষ্টিতে

তুষ্টি

- শৈশবের পুষ্টি দুধ
- চুলের যত্নই চুলের পুষ্টি
- পুষ্টি ভরপুর ডিম
- বহুর ভর ফলেই পুষ্টি
- পুষ্টিপূর্ণগের লক্ষ্যে জাতীয় উদ্যোগ
- কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা
- ইউরোলজিক্যাল সমস্যা
- বাচ্চাদের ইউরোলজিক্যাল সমস্যা
- কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা

সুচিকিৎসা
এখন অনলাইনে পড়তে
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন